আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক আইন, ১৯৭৯

(নিয়োজন সম্পর্কিত/নিয়োজনের নিয়মাবলী ও কাজের শর্তাবলী)

ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য সীমাহীন। তাই জীবিকার সন্ধানে প্রায়শঃই তাদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে হয়। সাধারণভাবে ঠিকাদারেরা তাদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যায়। বিভিন্ন রাজ্যে নিয়মাবলী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ঠিকাদারেরা এই সব শ্রমিকদের স্বল্পশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানাভাবে তাদের শোষণ করতে পারে। তাই আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক আইন, ১৯৭৯ (নিয়োজনের নিয়মাবলী ও কাজের শর্তাবলী) প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই আইনটি সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই আইনের ব্যবস্থাগুলি পুরুষ ও নারী শ্রমিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু এই ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা যথেষ্ট তাই এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ আলোচনা করা হচ্ছেঃ

যাঁরা এই আইনের আওতাভুক্ত হবেন

প্রতিটি সংস্থা, যেখানে পাঁচ বা তার বেশি সংখ্যক আন্তঃ রাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক (নারী শ্রমিক সহ) নিযুক্ত রয়েছেন, অথবা গত বারো মাসের মধ্যে কোন একদিন নিযুক্ত ছিলেন সেই সংস্থাগুলি, এবং প্রতিটি ঠিকাদার যে পাঁচ বা তার বেশি আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক (নারী শ্রমিক সহ) নিযুক্ত করেছে অথবা গত বারো মাসের মধ্যে কোন একদিন নিযুক্ত করেছিল, তাদের ক্ষেত্রে এই আইনটি প্রযোজ্য (অন্যান্য শ্রমিকেরা যুক্ত থাকুন বা না থাকুন)।

নথিভুক্তিকরণ

যে সংস্থার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য তার প্রধান নিয়োগকারীকে উপযুক্ত সরকারী আধিকারিকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফী সহ নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদন করতে হবে। কোন সংস্থার এই আইনের অধীনে নথিভুক্তিকরণের শংসাপত্র না থাকলে সেই সংস্থা আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিককে কাজে রাখতে পারবে না।

ঠিকাদারের কর্তব্য

যে রাজ্য থেকে ভ্রাম্যমান শ্রমিক কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, সেই রাজ্যের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় রয়েছে তা পূরণ ও পালন করা ঠিকাদারদের অবশ্য কর্তব্য। যে রাজ্যে ঐ শ্রমিক কাজ করতে এসেছেন সেখানে নিযুক্ত হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে যদি আগে ঠিক করা বিষয়ের কোন একটির পরিবর্তন ঘটে, তাহলে অবশ্যই দুটি রাজ্যের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টভাবে সেই পরিবর্তিত তথ্য জানাতে হবে।

আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক হিসাবে যাঁরা নিযুক্ত হচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেককে একটি পাশবুক দিতে হবে সেই পাশবইতে পাসপোর্ট আকারে তাঁদের একটি ছবি লাগানো থাকবে এবং যে ভাষা শ্রমিক বোঝেন (হিন্দী বা ইংরাজী)

সেই ভাষাতে তার নাম, ঠিকানা, নিযুক্তির সময়কাল, মজুরীর হার, চুক্তির অন্যান্য বিষয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে।

এই ধরণের শ্রমিকের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তার নিজের রাজ্যে ফেরার জন্য ভাড়া দিতে হবে এবং নির্দেশানুযায়ী দুই রাজ্যকেই জানাতে হবে।

মজুরী ও অন্যান্য পরিষেবা

যে সংস্থায় আন্তঃরাজ্য ভ্রাম্যমান শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকরা কাজ করেন সেখানে অন্যান্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মজুরী, ছুটি, ওভারটাইম ও অন্যান্য যে সব পরিষেবা দেওয়া হয়, সেগুলি ভ্রাম্যমান শ্রমিকরাও পাবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা নির্ধারিত হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার এবং মজুরী ন্যূনতম মজুরী আইন, ১৯৪৮ আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরীর হারের চেয়ে কম হবে না। ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের মজুরী নগদ অর্থে দিতে হবে।

ঠিকাদার ভ্রাম্যমান শ্রমিককে স্থানচ্যুতির জন্য তার মাস মাইনের পঞ্চাশ শতাংশ অথবা পঁচাত্তর টাকা, যেটা বেশি হবে, তা দেবেন। এই টাকা ফেরৎযোগ্য নয় এবং তা মজুরীর অতিরিক্ত।

নিজের রাজ্যের বাড়ি থেকে অন্য রাজ্যের কাজের জায়গা পর্যন্ত যাতায়াত ভাড়া ভ্রাম্যমান শ্রমিককে ঠিকাদার দেবেন। এই ধরণের যাতায়াতের সময়েও শ্রমিক তার বৈধ মজুরী পাওয়ার অধিকারী।

এছাড়া ঠিকাদারকে তাঁর অধীনে নিযুক্ত ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে, যেমন, নিয়মিত মজুরী দেওয়া, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরী, বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পোষাক দেওয়া, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা শারীরিক আঘাত লাগলে দুই রাজ্যেরই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এবং ঐ শ্রমিকের নিকট আত্মীয়কে খবর দেওয়া ইত্যাদি।

ঠিকাদার যখন মজুরী দেবেন তখন মূল মালিকের মনোনীত একজন প্রতিনিধি মজুরী দেওয়ার জায়গায় উপস্থিত থাকবেন এবং নির্দেশানুযায়ী সঠিক মজুরী দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখবেন এবং লিখিত প্রমাণ দেবেন।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিকাদার ভ্রাম্যমান শ্রমিককে মজুরী দিতে না পারলে বা কম দিলে মুখ্য নিয়োজক বাকীটা শ্রমিককে দিয়ে দেবেন এবং ঠিকাদারের পাওনা থেকে তা কেটে নেবেন।

অন্যান্য কিছু নিয়ম

কোন মহিলা ভ্রাম্যমান শ্রমিককে দিয়ে ঠিকাদার সকাল ৬টার আগে অথবা সন্ধ্যা ৭ টার পরে কাজ করাতে পারবেন না। অবশ্য যে সব মহিলা ক্রেশে, ক্যান্টিনে অথবা নার্স হিসাবে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

ভ্রাম্যমান শ্রমিক বা তার পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে, সংক্রামক রোগগ্রস্ত হলে, হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার সমস্ত খরচ ঠিকাদারকে দিতে হবে। দেড়শ শ্রমিক পিছু অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের ব্যবস্থা ঠিকাদারকে রাখতে হবে।

পরিস্রুত পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতি পঁচিশজন ভ্রাম্যমান পুরুষ শ্রমিকদের জন্য একটি এবং প্রতি পঁচিশজন ভ্রাম্যমান মহিলা শ্রমিকের জন্য একটি করে শৌচাগার এবং প্রতি পঞ্চাশজন পুরুষ শ্রমিকের জন্য একটি ও প্রতি পঞ্চাশজন মহিলা শ্রমিকের জন্য একটি করে প্রস্রাবাগার শ্রমিকের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। এগুলি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তা দেখতে হবে।

পুরুষ ও মহিলা ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য আলো হাওয়াযুক্ত নিরাপদ আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের কাজ একটানা ছয়মাস চললে এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০০ জনের বেশি হলে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিটি সংস্থার কাজের জায়গায় যেখানে কুড়িজন বা তার বেশি শ্রমিক নিযুক্ত এবং যেখানে একটানা তিন মাস কাজ চলবে, সেখানে ঐ শ্রমিকদের সন্তানদের, যাদের বয়স ৬ বছরের নীচে তাদের জন্য অবশ্যই দুটি ঘরের ক্রেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে কুড়ি জন ভ্রাম্যমান মহিলা শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন তাদের কাজে যোগ দেওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে এই ক্রেশ চালু করতে হবে। ক্রেশগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, আলোবাতাসযুক্ত হবে ও যথেষ্ট সংখ্যক খেলনা ও শোওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিছানার ব্যবস্থা সেখানে থাকবে।

যেখানে ভ্রাম্যমান শ্রমিকরা পরিবার সমেত কাজে এসেছেন সে সব ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে অবশ্যই তাদের থাকার জন্য ন্যূনতম সুবিধাযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের বা নিয়মাবলীর কোন অংশের খেলাপ করে, তাহলে তার দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা দুহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের অধীনে উপরিউক্ত নিয়মগুলি যদি কোন মালিক বা ঠিকাদার না মেনে চলেন তাহলে সর্বপ্রথমে(অপরাধ ঘটার তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অথবা) পরিদর্শকের কাছে আবেদন করেতে হবে।